এক টাকাতে এক লিটার জল, খুশী এলাকার অধিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ মাত্র এক টাকাতেই মিলবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। চারিদিকে দুর্মূল্যের বাজারে এই সুযোগ পেয়ে খুশী এলাকার অধিবাসীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ায় এই পরিষেবার সূচনা করলেন রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ ও হলদিয়া পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প চালু হল। বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের পাশাপাশি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামল কুমার আদক, ভাইস চেয়ারম্যান সুধাংশু মন্ডল, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল নারায়ণ প্রামানিক, হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার বিভু গোয়েল প্রমুখ। হলদিয়া পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডের রঘুনাথচক উদ্বাস্তু কলোনী এলাকায় ওয়াটার এটিএম ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপর তিনি বলেন, আমরা প্রতিযোগিতা পছন্দ করি তবে সেই প্রতিযোগিতা হতে হবে উন্নয়নের, মানুষের কল্যাণের। হলদিয়া ক্ষমতাসীন বাম নেতা সাংসদ-বিধায়কেরা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভোটে জয়ী হলেও সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ নেয়নি। এই সকল নেতা নেত্রীদের পকেট ভরলেও মানুষের সমস্যার সমাধান কিংবা উন্নয়নের কোন কাজ হয়নি। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। রাজ্যে ও হলদিয়া পৌরসভায় তৃণমূল আসার পরে প্রচুর কাজ হয়েছে। আরও কাজ বাকি আছে, আগামী দিনে সমস্ত কাজ হবে। মন্ত্রী বলেন, এলাকার মানুষকে সাথে নিয়ে অতি দ্রুত এই কাজগুলি সম্পন্ন করার উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

বোতলটা নতুন, মদটা পুরানো ঃ শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে খেজুরির কামারদাতে 'হার্মাদমুক্ত দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করা হয় শনিবার। এদিন শহিদবেদীতে মাল্যদান করে রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা খেজুরি থেকে হার্মাদদের তাড়িয়েছি। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে সন্ত্রাস মোকাবিলা করেছি। তৎকালীন খেজুরি এলাকায় রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয়জল সত্তর শতাংশও ছিল না, কিন্তু বর্তমানে আমরা তা একশো শতাংশ করেছি। তিনি আরও বলেন, আমরা বুক চিতিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই অতীতের কথা ভুলে গেছেন।

হার্মাদ নেতা লক্ষণ শেঠ গিরগিটির মতো বহুবার দলবদল করেছে। কিন্তু মানুষ এদের প্রত্যাখ্যান করেছে। খেজুরি ও নন্দীগ্রামে বহু গণহত্যা করেছে হার্মাদরা। ঘরে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে পুকুরে বিষের ফাইল ঢালা ও জমি দখল কি নয় করেনি সিপিএমের হার্মাদরা। তিনি এও বলেন, বোতলটা নতুন, মদটা পুরানো। ধর্মের নামে বিজেপি সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি করছে। মানুষকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। খেজুরি এলাকায় হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে উন্নয়নের কাজ করা হবে। আগামী ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি ফিনিশ হবে।

২০১০-এ ওরা হেরেছে আমরা জিতেছি। আগামী ১৯ জানুয়ারি ব্রিগেড লক্ষ লক্ষ মানুষের জনজোয়ারে ভাসবে। সভায় ছিলেন আহ্বায়ক ও খেজুরির বিধায়ক রণজিৎ মন্ডল, ভগবানপুরের বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস প্রমুখ। এ দিনের সভায় কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা হাজির ছিলেন।

'নিমাটো', আলু চাষে অনীহা বাড়ছে চাষিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিগত বছরগুলিতে পরপর আলুতে লোকসান করেছে আলু ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন কারণে এবং প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা ও দাম নিয়ন্ত্রন করতে গিয়ে আলুর বাজারে কোপ পড়েছিল এই রাজ্যে। ক্ষতি হয়েছে কৃষকদেরও। এবছর আবার ৪টি রাজ্য থেকে 'নিমাটো' ভাইরাসের কারণে আলুবীজ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে প্রশাসন। তাই আলু চাষের শুরু থেকেই কৃষকদের অনীহা দেখছেন বীজ ব্যবসায়ীরা। কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে হিমঘরে রেখে পরে বিক্রি করে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা রাজ্য জুড়ে প্রচুর। কৃষকরাও সরাসরি উৎপাদিত আলু হিমঘরে রেখে পরে বিক্রি করে তা থেকে মুনাফা করার চেষ্টাতে প্রচুর আলু চাষ করে থাকেন। মোটা টাকা ঋণ নিয়ে আলু চাষ করে মুনাফার চেষ্টা করেন কৃষকরা। এই কারণে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো পশ্চিম মেদিনীপুরেও প্রচুর আলু চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু গত চার বছর ধরে এই আলু চাষি ও ব্যবসায়ীরা লোকসান করেছেন বিভিন্ন কারণে। আলু ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে বরেন মন্ডল বলেন, এই জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ২০ হাজার আলু ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাঁরা ২০১৫ সাল থেকে পরপর লোকসান করে কোমর ভেঙে গেছে। সকলেই হতভম্ব। ফলে কৃষকরা উৎসাহ পাবেন কথা থেকে। কখনও আলুর অসম বন্টন, তো কখনও আলুর দাম নিয়ন্ত্রনে বর্ধিরাজ্যে রপ্তানিতে প্রশাসনের নিষিধজ্ঞা, কখনও আবহাওয়ার

খামখেয়ালি ও ভাইরাসের কারণে চাষে ক্ষতি। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিপদ, বর্ধিরাজের আলুতে 'নিমাটো ভাইরাস'। যে কারণে শুরুতেই কেন্দ্র ও রাজ্য ৪টি বর্ধিরাজ্য থেকে আলু বীজ এই রাজ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রভাত কুমার বসু বলেন, তামিলনাড়ু, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীরের আলুতে 'নিমাটো' ভাইরাস রয়েছে। যে কারণে ওই আলুবীজ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জরি করা হয়েছে। সেই বীজ যাতে না প্রবেশ করে তার জন্য মনিটরিং টিম কাজ করছে। ফলে ফের বিপদের সংকেত চাষের শুরুতে। এই পরিস্থিতিতে জেলাতে আলু চাষের ক্ষেত্রে চাষিদের অনীহা অনেক বেশি। আলুবীজে দাম অনেক কমে গেলেও চাষিরা এই চাষে আগ্রহ হারিয়েছে। অন্যদিকে চাষিরা জানাচ্ছেন, আলু উৎপাদনে খরচ বাড়ছে। কিন্তু বিক্রি করে লোকসানের মুখ দেখতে হচ্ছে। শালবনীর কৃষক সুমন দাস বলেন, আলুচাষে আগে নদীনালার জল পেতাম, এখন পুরোটাই সাবমার্শিবল নির্ভর। ফলে, অনেক খরচের ভয়ে অনেকেই চাষ করছেন না। কারণ বিক্রিতে দাম নাও পেতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ আংটির পর দিঘায় এবার পর্যটকের মোবাইল ফেরাল পুলিশ। বেপরোয়া মদ্যপান করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওল্ড দিঘার সী বিচে ঘুমাতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন মোবাইল ফোনটি। অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় খোঁজ মিলল দামি মোবাইল ফোনটির। পুলিশ জানিয়েছে, সজল বেরা নামের ওই পর্যটক উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতের বাসিন্দা। তিনি গত ২০ নভেম্বর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে এসে ওল্ড দিঘার একটি হোটেলে উঠেছিলেন। ওই দিন তিনি প্রচুর মদ্যপান করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় একা ওল্ড দিঘার সী বীচের উপর ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর তাঁর ঘুম ভাঙলে খেয়াল হয়, পকেটে দামি মোবাইল ফোনটি আর নেই।

দাবি, সী বীচে ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোনটি প্যান্টের পকেটে রেখেছিলেন তিনি। তারপর তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের পুরো বিষয়টি জানান। বন্ধুবান্ধবদের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়, তাঁরা কোন মোবাইল পাননি। এরপর ওই পর্যটক দিঘা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেন। শনিবার সজলের হাতে মোবাইল ফোনটি তুলে দেয় পুলিশ। সজল বেরা বলেন, ভাবিনি যে মোবাইল ফোনটি আর ফিরে পাব। পুলিশের জন্য মোবাইল ফোনটি ফিরে পেলাম। ওদের ধন্যবাদ জানাই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, পুলিশ সবসময় মানুষের পাশে রয়েছে। পুলিশের এটা কাজ। এতে কৃতিত্বের কোন বিষয় নয়।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির শ্রীরামপুর থানার ঘোড়ামারা পশ্চিমপাড়ায় অগ্নিদগ্ধ হলেন এক প্রৌঢ়া। ক্ষতিগ্রস্ত দোতলা বাড়ির একাংশ। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন বলে দাবি স্বামীর। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, সিলিন্ডার অক্ষতই রয়েছে। রান্নাঘরেও বিস্ফোরণের কোনও চিহ্ন মেলেনি। শীভাবে ঘটল এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সোয়া ১০টা নাগাদ বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা পাড়া। এর পর শৈলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁর স্ত্রী ৫৫ বছরের মালতী চট্টোপাধ্যায়কে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই প্রৌঢ়াকে স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।

দায়িত্ব থেকে সরানো হল মহিরুল ইসলামকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার ওসি মহিরুল ইসলামকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরানো হল। শুক্রবার আচমকাই তাঁকে ব্লোজ করে দিয়ে কাঁথি থানার সাব-ইন্সপেক্টর স্বপন গোস্বামীকে এই পদে বসিয়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। আচমকা এই রদবদল কি কারণে সেই বিষয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। বেশ কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক কারণে উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না। শাসকদলের সাথে বিরোধী দলের সমর্থকদের সংঘর্ষের কারণে নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছড়ায়, তাই এলাকায় বসানো হয়েছিল পুলিশ ক্যাম্প। অভিযোগ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচনের পর থেকেই শাসকদলের নেতাকর্মীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়েছে এলাকার বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে লাগাতার এলাকা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল সব পক্ষই। এলাকার কয়েকটি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় পুলিশকে লক্ষ করে দফায় দফায় গুলি চালানোও বোমাবাজির অভিযোগও উঠেছিল। এমনকী বোর্ড গঠনের সময় দুই পক্ষের হামলা-সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুরুতর জখম হন নন্দকুমার সিআই তীর্থ ভট্টাচার্য। পুলিশের এক মহলের দাবি, এলাকার এই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই সম্ভবত মহিরুল ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া হল। যদিও এই দাবির পক্ষে জেলার পুলিশ আধিকারিকদের থেকে কিছু জানা যায়নি।

বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরি থানার সুন্দরপুর গ্রামে এক গৃহবধূ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। এই ঘটনার পর এলাকায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গৃহবধূর নাম পদ্মা মণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে নেয় ওই গৃহবধূ। গৃহবধূর বাপের বাড়ি লোকেরা উদ্ধার করে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি চিকিৎসাধীন। পদ্মার স্বামী সুব্রত মণ্ডল বলেন, বুধবার খেজুরির আলিপুরে একটি মারধরের ঘটনার ঘটে। তারপর থেকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, এলাকায় কিছু দুষ্কৃতকারী যুবক বাড়িতে এসে স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের হুমকি ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। সেই হুমকি সহ্য করতে না পেরে তাঁর স্ত্রী কীটনাশক খেয়ে নেন।

প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল পানিপারুলে। শনিবার ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এগরা দক্ষিণ চক্রের ২৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মোট ৮৫ জন প্রতিযোগী পনেরোটি ইভেন্টে যোগ দেয়। এগরা পানিপারুল গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রের উদ্যোগে স্থানীয় হাইস্কুল খেলার মাঠে ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। পনিপারুল গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রের সম্পাদক তনয় কুমার সাউ বলেন,প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরা চক্র ক্রীড়ায় যোগ দেবে। অনুষ্ঠানে ছিলেন পানিপারুল গ্রামের প্রধান রঞ্জিতা প্রধান, এগরা ২বুকের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আরতি মুন্ডা, পানিপারুল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তরুণ মাইতি, পানিপারুল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন, শিক্ষাবন্ধু প্রদ্যুত দাস, কনভেনর নলিনী দাস, কোষাধ্যক্ষ অমিত মিশ্র প্রমুখ।

পুলিশ চেকিং, ধরা পড়ার ভয়ে গাঁজাসহ গাড়ি ফেলে পালাল পাচারকারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোপীবল্লভপুর ঃ রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার গাঁজা। ঘটনাটি ঘটেছে গোপীবল্লভপুর বাজার এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুলিশ চেকিং দেখে ভয়ে গাঁজা পাচারকারীরা গাড়িটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, শনিবার সকাল থেকেই ওই এলাকায় পুলিশের রুটিন তল্লাশি চলছিল। হঠাৎই এলাকার মানুষ বেলা ১১টা নাগাদ রাস্তার ধারে একটি মারুতি গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। দীর্ঘক্ষণ ধরে গাড়িটি পড়ে থাকায় মানুষের সন্দেহ হয়। বিষয়টি তখন পুলিশকে জানায়। পুলিশ কর্মীরা গাড়িটির কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন। দেখা যায় গাড়ির ভিতরে বস্তা ও বেশ কয়েকটি প্যাকেট। সেগুলি খুলতেই দেখা যায় তার মধ্যে প্রচুর গাঁজা রয়েছে। যার মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওড়িশা থেকে সীমানা দিয়ে পাচারকারীরা ওই গাঁজা এ রাজ্যে নিয়ে আসছিল। গোপীবল্লভপুরের কাছে পুলিশ চেকিং দেখে ধরা পড়ার ভয়ে তারা গাড়ি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এর আগেও পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশের হাতে একাধিকবার গাঁজা পাচারকারীরা ধরা পড়েছে। এবার আবারও একই ঘটনা ঘটায় পুলিশ গোপীবল্লভপুর এলাকায় আরও বেশি নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শনিবার কাঁথি-রসলপুর রাজ্য সড়কের অযোধ্যাপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক বেসরকারি সভাগৃহে একটি আলোচনা সভা হয়। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে ওই সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় ছিল, নেতাজি ও আজাদ হিন্দ সরকারের মুখ্য ভূমিকা। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা ওই সভায় যোগ দেয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্র বোস, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বোস, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তপন মাইতি প্রমুখ।

রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে দুঃস্থদের কম্বল দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়নাগড়ে শুক্রবার কলকাতার রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল দান করা হয়। ময়না রাজপরিবারের সদস্য তথা শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাধবলীন্দ্রের সহযোগিতায় দুঃস্থ মানুষেরা এই শীতে কম্বল পেয়ে খুশি। রোটারি ইন্টার ন্যাশনালের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রাবনী মিত্র, গীতা সরকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

দিঘার ওশিয়ানা ঘাটে যাওয়ার সিঁড়ি বেহাল, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর নতুন দিঘার ওশিয়ানা ঘাটে যাওয়ার সিঁড়ি বেহাল দশা। মাঝে মধ্যেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগে আছে। অভিযোগ, সব জেনেও নির্বিকার দিঘা উন্নয়ন পর্ষদ। গত ২০১১ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পরেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘা সহ মান্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুরের পরিকাঠামো এবং সৌন্দর্যায়নে জোর দেন মমতা ব্যানার্জী। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল সরকারের আমলে আমূল বদল ঘটেছে চার সৈকত শহরের। এখন সারা বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভীড় করেন সৈকত নগরীতে। তারপরেও এই উদাসীনতা স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ করেছে এলাকাবাসী ও পর্যটকদের। প্রসঙ্গত, স্থানীয় অধিবাসী থেকে পর্যটকদের কাছে ওশিয়ানা ঘাটে যাওয়ার বিশেষ আকর্ষণ আছে। কারণ দিঘার একমাত্র এখানেই বালিয়াড়ি এর মধ্যে দিয়েই সিঁড়িটি সমুদ্র পাড় পর্যন্ত তৈরি। আর এর দুপাশে ঝাউ গাছের সারি পর্যটক থেকে স্থানীয় অধিবাসী সকলের খুব মন কাড়ে। তারপরেও ওশিয়ানা ঘাটের সিঁড়ির সঠিক নজরদারির অভাবে বেশ কিছুটা অংশ বিশাল আকার গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য,

মৎস্য দফতরের গেস্ট হাউস ওশিয়ানা এর নামকরণে এই ঘাটে যাওয়ার রাস্তার নাম ওশিয়ানা ঘাট। অভিযোগ, একটু ভীড় থাকলেই অসাবধানতা বশত সেই গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন পর্যটকেরা। আরও অভিযোগ, গত কিছুদিন ধরে বিষয়টি ঘটে চললেও দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের থেকে এই সিঁড়ি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে এই স্নান ঘাটে যাওয়া আসায় আতঙ্ক ধরেছে পর্যটক মহলে। স্থানীয় বিধায়ক তথা দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি অখিল গিরি জানিয়েছেন, বিষয়টা তাঁর জানা নেই। তবে যে উদাসীনতার অভিযোগ করা হচ্ছে তা সত্য নয়। দিঘা সব পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চারটি সৈকত শহরকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও নিরাপদ করে রাখার জন্যে সর্বক্ষণ তাঁরা সচেষ্ট। অখিল গিরি জানিয়েছেন, কেন এখনও সংস্কারের কাজ হল না সেই বিষয়ে তিনি খোঁজ নেবেন এবং দ্রুত এই বিষয়ে যাতে কাজ হয় তারজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।